অ • ফে • ন • বা • খ

মৃত্যু নয় প্রতিবাদ

সিমি চলে গেছে না ফেরার দেশে। তার প্রতীকী মৃত্যু আমাদের মুখোমুখি করেছে প্রশ্নের কাঠগড়ায়... লিখেছেন জার্মানীর অফেনবাখ থেকে **জাবল হোসাইন সিকদার**

সেদিন ছিল ৮ জানুয়ারি। কাজ শেষে বাজার করে ঘরে ফেরার পথে পত্রিকার পাতা উল্টাতেই দেখলাম সিমির আত্মহত্যা। ভাবলাম, বাসায় গিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পরে ঘটনাটা পড়বো। আমার মেয়ে সিমির বয়স চার বছর। কথা বলার শুরু থেকেই সে বেশ চটপটে ছটফটে। প্রতিদিন সে অসংখ্য প্রশ্ন করে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে। সিমি কিন্ডার গার্টেনে যায়। এছাড়া অফেনবার্গ শহরে প্রতিষ্ঠিত শিক্ষাকেন্দ্র 'বিদ্যা নিকেতনের' সে নিয়মিত ছাত্রী। চারুকলার ছাত্রী সিমির আত্মহত্যা মোটেই স্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। সমাজ সামাজিকতা ও সমাজের কতিপয় দুর্বৃত্ত তাকে আত্মহত্যার পথে ঠেলে দিয়েছে। রাত করে বাড়ি ফেরাই ছিল চিত্রশল্পী সিমির দোষ। সংসারকে সচল রাখার জন্য সে বিয়ে বাড়িতে আল্পনা আঁকত, টিউশনি করত– এজন্য হয়তো মাঝে মাঝে বাড়ি ফিরতে রাত হতো। আমাদের দেশে রাত করে পুরুষ ছেলেরা ঘরে ফিরলে নাম হয় 'কর্মঠ পুরুষ'। আর কোনো মেয়ে যদি রাত করে ঘরে ফেরে তবে তার নাম হয় 'পতিতা', 'গণিকা'। পক্ষান্তরে যদি কোনো পুরুষ ছেলে নারীঘটিত ঘটনার সঙ্গে জড়িত হওয়ার পর ধরা পড়ে তখন বলা হয় নেহাত বয়সের দোষ। আর যদি কোনো নারীর ক্ষেত্রে এমন ঘটনা ঘটে তখন বলা হয় ওটা ওর স্বভাবের দোষ।

পুলিশের লোক এসআই বাশার বখাটে যুবকদের সঙ্গে সিমির বাসায় এসে শাসিয়ে যায়। এসআই বাশার বলে, 'রাস্তায় বের হলে ছেলেরা মেয়েদেরকে এ রকম বলেই, কিন্তু মেয়েদের এতে প্রতিবাদ করা ভালো কাজ নয়। বেশি বাড়াবাড়ি করলে হাতকড়া পরিয়ে থানায় নিয়ে যাবো।' আমার প্রশ্ন হলো, বাশার কত টাকা ঘুষ খেয়েছে বখাটে ছেলেদের কাছ থেকে? মেয়েরা প্রতিবাদ করবে না, তো শুধু বখাটে ছেলেদের জন্যই প্রতিবাদ শব্দটির জন্ম হয়েছে? এজন্যই কি যুদ্ধ করে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম?

অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অসাম্যের বিরুদ্ধে সমাজের সব সচেতন মানুষের অকৃপণ হৃদয় দিয়ে এ ধরনের ঘটনার প্রতিবাদ করা উচিত। সিমির আত্মহত্যার জন্য সন্ত্রাসী বখাটে তরুণরা যতটুকু দায়ী, ততটুকু দায়ী সেই পুলিশ কর্মকর্তাও। দায়ী কথিত সেই মুরব্বিরা, যারা বখাটে ছেলেদের বিচার না করে উল্টো অপরাধীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছে সিমিকে। ঘুষের তাড়নায় আইন সিমির পক্ষ নেয়নি, সমাজ সিমির মিনতি শোনেনি। সিমির নিরাপত্তা নিশ্চিত না করে পক্ষ নিয়েছে অপরাধের।

জীবন থেকে পালিয়েছে চারুকলার ছাত্রী। জীবন থেকে পালাবার আগে নিজের হাতে লিখে গেছে 'আমার জন্য কোনো বিচার হলো না, তা না হোক, কিন্তু তারপর আমার মতো অন্য কিছু মেয়ের জন্য আমি এভাবে নিজে প্রতিবাদ করলাম। ভবিষ্যতে যাতে কোনো মেয়েকে এভাবে মরতে না হয় আমার মতো জঘন্যতম অপমানিত হয়ে।' ঘটনা সবই পড়লাম, বড় হৃদয় বিদারক। আমার মেয়ে ছোট্ট সিমি হঠাৎ ওর রুম থেকে ড্রয়িং রুমে ঢুকে আমাকে প্রশ্ন করলো, বাবা তুমি এমনভাবে মুখ কালো করে বসে আছো কেন? কিসের দুঃখ তোমার মনে? আমি সিমিকে ঘটনাটা বোঝানোর চেষ্টা করলাম। তখন সিমি বললো, কেন সিমি মারা গেছে? কারা ওকে মেরেছে? আমি ওদেরকে আমাদের মাছকাটা বড় ছুরিটা দিয়ে গলা কেটে দেবো। ছোট্ট সিমি তার মনের আবেগ দিয়ে প্রতিবাদ জানালো অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে। অথচ পাড়ার মুরব্বিরা পর্যন্ত এতটুকু প্রতিবাদ জানালো না। হায়রে দেশের মানুষ! হায়রে আমার দেশ!

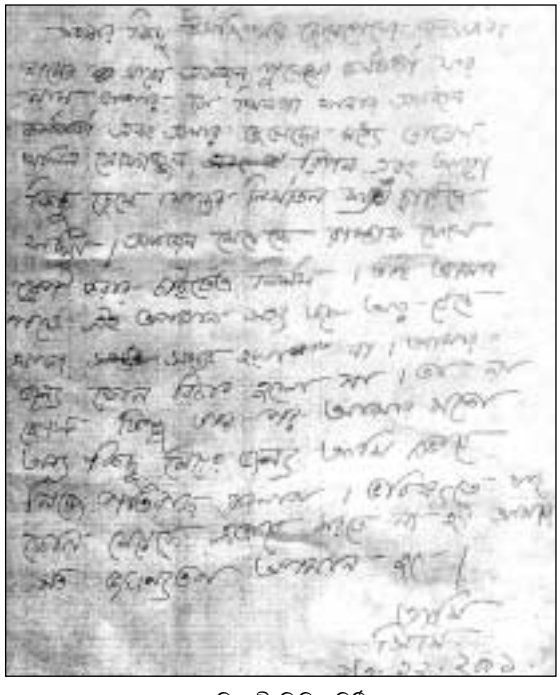

প্রতিবাদী সিমির চিঠি

সি • ঙ্গা • পু • র

ব্যস্ত জীবন

প্রবাস মানে আনন্দ ফুর্তি নয়, সময় কাটে ঘড়ির কাঁটায়

প্রবাস মানেই দেশে যারা আছে তারা মনে করে রাজার হালে থাকি, প্রতি মাসে লাখ লাখ টাকা উপার্জন করি। আসলে তা নয়। প্রতিদিন যখন আমরা ভোর ছয়টায় ঘুম থেকে উঠে খাওয়া-দাওয়ার পর কর্মস্থলে যাওয়ার জন্য যখন হেলমেট, সেফটি জ্যাকেট আর সেফটি জুতা পরে প্রস্তুত হই তখন মনে হয় পালিয়ে গিয়ে কোনো আলোহীন রুমে ঢুকে শান্ত হয়ে সারাদিন ঘুমিয়ে থাকি। কারণ সকাল বেলায় যখন ঘুম থেকে উঠি তখন সারা শরীর ব্যথায় জর্জরিত হয়ে থাকে। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশী শ্রমিকেরা কি যে কষ্ট করে তা বাস্তবে না দেখলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বিশেষ করে যারা কন্সট্রাকশন ও হাইওয়েতে কাজ করে তারা সারাদিন রোদে আর বৃষ্টিতে ভিজে কত যে পরিশ্রম করে তা দেশের লোকেরা কেউ বুঝবে না। সারাদিন পরিশ্রম করার পর যখন সন্ধ্যায় বাসায় ফিরে দেখি বাড়ি থেকে চিঠি এসেছে, তখন তাড়াতাড়ি করে ক্লান্ত শরীর নিয়ে রান্না বান্না সেরে গোসল করে যখন চিঠি পড়তে বসি তখন দেখি বাড়ির সবাই ভালো আছে, তখন মনে যে কত আনন্দ লাগে। সময় চলে তার নিজস্ব গতিতে কিন্তু আমাদের কষ্টের দিন ফুরায় না। প্রবাস মানেই আনন্দ-ফুর্তি কিংবা লাখ লাখ টাকা উপার্জনের মাধ্যম নয়, প্রবাস মানেই ব্যস্ত জীবন, কর্মযুদ্ধ।

Md. Shahab Uddin Janoubadary
Balk 4028 # 01-223, Angmokioind'l pk-1, Singapore

দো • হা

মনে পড়ে

দীর্ঘ প্রবাস জীবনে মনে পড়ে প্রিয় বাংলাদেশের মুখ আর মায়ের স্মৃতি মন পড়ে থাকে স্বদেশে

দোহাতে দুই ঋতু– শীত এবং গ্রীষ্ম। হেমন্ত আর বসন্তের আমেজ ক্ষণিকের জন্য টের পাওয়া যায়। এবার ডিসেম্বর শেষ হয়ে জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ চলে গেলেও শীত আর পড়ছে না, বৃষ্টিও হচ্ছে না। এ দেশে শীতের সময় বৃষ্টি হয়। দেশের আমির বৃষ্টির জন্য নামাজ পড়লেন সবাইকে নিয়ে। তিন দিন বৃষ্টি হলো মুষলধারে। বৃষ্টির সঙ্গে প্রচন্ড বাতাস। শীতের কি উপায় আছে না এসে! এত শীত যে জমে যাওয়ার অবস্থা। সৌদিতে ৭০ বছর পর বরফ পড়েছে। পাশের দেশ কাতারে তাই শীতের তীব্রতা আরও বেশি। জায়েদের সঙ্গে গোসল করা নিয়ে খুনসুটি। হিটারে গরম পানি থাকলেও তিন দিন-চার দিন গোসল করার নাম নেই। ওর ঠান্ডাও বেশি লাগে, গরমও বেশি লাগে। 'বুড়া হয়ে গেছিস' বললে সে রেগে যায়। কাজের ফাঁকে এই শীতের মাঝে মনে হয় কত কথা কত স্মৃতি। মন চলে যায় সেই ছায়া সুনিবিড় ছোট্ট সোনার গ্রাম কৌলারশির 'আমার ঘরে', অগ্রহায়ণ মাস শেষে পিঠা খাওয়া, মায়ের হাতের বানানো লাড্ডু, বিন্নি চালের ভাতের সঙ্গে মাছ ভাজা, সিলেটের ট্র্যাডিশনাল চোঙা পিঠা। এই চোঙা পিঠা খাওয়ার চেয়ে এর আয়োজনের কথা বেশি মনে পড়ে। কুলাউড়ার গাজীপুর চা বাগানের গগন টিলায় বেড়ানো, বরমচালের রাবার বাগান, চা বাগানে দিনভর বানরের পিছে পিছে দৌড়ানো, মাধবকুন্ড, জৈন্তা, জাফলং-এর কমলা আর পান বাগানে বেড়ানো, শমসেরনগর, আলীনগর চা বাগানে দিনভর সাইকেল চালানো, শ্রীমঙ্গলের হাইল হাওর আর কুলাউড়া, বড়লেখার হাকালুকী হাওরে পাখি শিকার। কত স্মৃতি, কত মায়া জড়িয়ে আছে আমার ধানসিঁড়ি এই দেশটির সঙ্গে। দিন যায় কথা থাকে। জীবিকার তাগিদে 'আমার ঘর' ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে। এখানে যতই বার্গার, পিজা আর ম্যাকডোনাল্ড খাই, সেই চিতই পিঠা আর চোঙা পিঠার স্বাদ কি এতে পাওয়া যায়! আজ মা নেই, আছে শুধু তার স্মৃতি। গ্রামের বাড়িতে অগ্রহায়ণ শেষে পিঠা বানানোর প্রচলন লোপ পাচ্ছে। আমরা আধুনিক হচ্ছি ঐতিহ্য হারিয়ে! জায়েদের ডাকে বাস্তবে ফিরে এলাম। লেগে গেলাম লাভ-ক্ষতির হিসাব মেলাতে। বাস্তবতা বড়ই নিষ্ঠুর। 'টাইম ইজ মানি'। আজকের দিনে অলসভাবে বসে স্মৃতি রোমন্থন করার মতো সময় কোথায়?

সাঈদুর রহমান কালাম, পোস্ট বক্স নং-৫৭০, দোহা, কাতার

নি • উ • ই • য় • র্ক

জিয়ার জন্মবার্ষিকী

পালিত হয় জিয়ার জন্মবার্ষিকী, আলোচিত হয় স্বাধীনতা যুদ্ধে তার অবদান

'প্রথম বাংলাদেশ আমার শেষ বাংলাদেশ' দিয়ে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমানের ৬৬তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালন করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী সামাজিক সাংস্কৃতিক সংস্থা (জাসাস) যুক্তরাষ্ট্র শাখা। এ উপলক্ষে গত ২৭ জানুয়ারি সন্ধ্যা ৬টায় ব্রুকলিনের চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে নোয়াখালী সমিতির মিলনায়তনে সংগঠনের সভাপতি মোস্তফা কামাল পাশা বাবুলের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত মিলাদ মাহফিল ও আলোচনা সভায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক দর্শক-শ্রোতা যোগ দেন। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহসভাপতি ইলিয়াস মাস্টার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহসভাপতি ও বাংলাদেশ সোসাইটি অব নিউইয়র্কের সাধারণ সম্পাদক রাব্বী মোঃ খোকন, বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র শাখার সহসভাপতি অধ্যাপক দেলোয়ার হোসেন, বিএনপি নেতা ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান, শ্রমিক দল সভাপতি শফি আলম লাল, জিয়া পরিষদ সভাপতি হাজী আমরুল হক ও বিএনপি যুক্তরাষ্ট্র শাখার যুগ্ম সম্পাদক রকিব উদ্দিন দুলাল। আলোচনা সভায় সাবেক রাষ্ট্রপতি শহীদ জিয়াউর রহমানের জীবনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বক্তব্য রাখেন রফিকুল মাওলা, কাজি আজম, আলমগীর জর্জ, ফিরোজ আলম, ফারুক হোসেন মজুমদার, আতউর রহমান আতা, নাজমুল আলম, রফিক উদ্দিন, জাকারিয়া চৌধুরী, কামরুজ্জামান বাবু প্রমুখ।

অনুষ্ঠান আয়োজকদের কয়েকজন

সভার প্রারম্ভে শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, '৫২-র ভাষা আন্দোলন, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধসহ আজ পর্যন্ত সব গণআন্দোলনে নিহতদের সাধারণ সভায় দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। আলোচনা সভার প্রধান অতিথি ইলিয়াস মাস্টার বলেন, কোনো কোনো সময় কোনো কোনো জাতির জীবনে গভীর সংকটকালে অপ্রত্যাশিতভাবে এমন কোনো মহান ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব ঘটে, যাঁর নেতৃত্বের পরশমণির স্পর্শে সবকিছু সোনা হয়ে ওঠে। বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে জিয়াউর রহমান এমনই এক ব্যক্তিত্ব।

বিশেষ অতিথি রাব্বী মোঃ খোকন বলেন, শহীদ জিয়াউর রহমান বাংলাদেশের মাটির শ্রেষ্ঠতম সন্তানদের অন্যতম। জিয়া শুধু একটি নাম নয়, জিয়া জাতির ইতিহাসের উজ্জ্বল এক অধ্যায়। একটা প্রতিষ্ঠান। একটা বিশ্বাস। এক ধরনের জীবন্ত প্রত্যয়। দেশপ্রেমের উজ্জ্বল অনুভূতির নাম জিয়া। জাতীয় ঐক্য এবং জাতীয় চেতনার নাম জিয়া। মার্চের এক কালরাত্রিতে যখন সমগ্র জাতি সম্বিতহীন, দিকনির্দেশনাহীন, শোক বিহবল– ঐ সংকটময় মুহূর্তে কী করা প্রয়োজন এ সম্পর্কে যখন কোনো নির্দেশ নেই, যোগ্য নেতৃত্বের পরশমণির স্পর্শেই তখন ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহ পেয়েছিল গতি। জাতি পেয়েছিল নতুন উপলব্ধি ও নতুন পথের সন্ধান। 'আমি জিয়া বলছি... 'এই বাণীই লক্ষ বুকে জাগিয়েছিল আশা। বিশেষ অতিথি ডা. চৌধুরী সারওয়ারুল হাসান বলেন, জেড ফোর্সের সংগঠক ও পরিচালক হিসেবে তার ভূমিকা এ জাতি মনে রেখেছে কৃতজ্ঞতার সঙ্গে। সভায় পরিচালক জাসাস সাধারণ সম্পাদক গোলাম ফারুক শাহীন মেয়াদোত্তীর্ণ বিএনপির সম্মেলনে জিয়ার সৈনিকদের ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য জোর দাবি জানান। সভার সভাপতি মোস্তফা কামাল পাশা বাবলু সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন। অনুষ্ঠান শেষে উপস্থিত সবাইকে মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়।

হাকিকুল ইসলাম খোকন
নিউইয়র্ক

পা • ডো • ভা

অন্য রকম সম্পর্ক

মেয়েটির নাম রোসানা। ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে সম্পর্ক...

ঘুম ভাঙার পর জানালার পর্দা সরাতেই মনে হল সকালটা যেন মিটমিট করে হাসছে। পূর্বাকাশে লাল সূর্যটাকে মনে হচ্ছে নীল শাড়ি পরিহিত কোনো অপ্সরীর কপালের লাল টিপ। মনটা ভালো হয়ে গেল। কারণ যেতে হবে ৪০ কিমি দূরে এক অপরিচিত ঠিকানায়। কিন্তু বের হতে একটু দেরি হওয়ায় বাসস্ট্যান্ডে এসে দেখি সাড়ে ন'টার বাস এক মিনিট আগে ছেড়ে গেছে। অতএব বাধ্য হয়ে সাড়ে দশটার বাসে উঠতে হল। আমি অনেকটা নিশ্চিন্ত। কারণ সাড়ে বারোটার মধ্যে পৌঁছতে পারলেই হবে। যেতে সময় লাগবে সর্বোচ্চ এক ঘন্টা।

গন্তব্যে পৌঁছে গেলাম সাড়ে এগারোটায়। একজনকে ঠিকানা দেখাতেই বলল, আমাকে যেতে হবে ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায়। দশ মিনিট পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ইন্ডাস্ট্রিয়াল এলাকায় গিয়ে দেখি প্রচুর ফ্যাক্টরি। অনেক ঘুরে ঠিকানা খুঁজে পেলাম। কিন্তু ততক্ষণে সাড়ে বারোটা বেজে গেছে। আমি যাঁর সঙ্গে দেখা করব তিনি প্রোডাকশন ম্যানেজার, তিনি এখনই লাঞ্চে যাবেন। আমাকে অ্যাপয়েনমেন্ট দিলেন বিকাল চারটায়। বাধ্য হয়ে অপেক্ষা করতে হল। চারটায় ম্যানেজার এলেন। আমার একটি সংক্ষিপ্ত ইন্টারভিউ নিলেন। ও হ্যাঁ, এতক্ষণ বলাই হয়নি ওখানে যাবার উদ্দেশ্য একটি ভালো বেতনে কাজ। যাক এরপর আমার কাজ চূড়ান্ত হবার পর কন্ট্রাক্ট পেপার তৈরি এবং স্বাক্ষর সম্পন্ন করে কাচ ঘেরা কক্ষ থেকে বের হয়ে দেখি প্রায় আটটা বেজে গেছে। আবহাওয়া সকালবেলা সম্পূর্ণ উল্টো। আকাশে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। বাসস্ট্যান্ডে আসার সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল। যাত্রী ছাউনির নিচে আমি ছাড়া কেউ নেই। বাসের সময়সূচি দেখে আমি তো হতবাক। সাতটা চল্লিশে শেষ বাস ছেড়ে গেছে। পরদিন ভোর পাঁচটা দশে আবার বাস আসবে। মোবাইল থেকে ট্যাক্সি ভাড়া করতেই এতদূর যেতে অপারগতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করল। আমি তো হতাশ। এখন কি করব ভেবে পাচ্ছি না। রাস্তায় কোনো লোকজন নেই। দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে।

প্রায় এক ঘন্টা পর যাত্রী ছাউনির পাশেই একটি গাড়ি এসে থামে। গাড়ি থেকে ছাতা নিয়ে একটি ২৪/২৫ বছরের তরুণী নেমে এসে পাশেই Self Service Box থেকে সিগারেট নিল। আমাকে একা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অনেকটা বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকাল। আমি মেয়েটার কাছে সাহায্য প্রার্থনা অর্থহীন মনে করে কিছু বললাম না। সে আমাকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ক্যান আই হেল্প য়্যু? ইটালিয়ান মেয়েরা সাধারণত ইংরেজি বলে না। আমাকে বিদেশী দেখেই হয়ত ইংরেজিতে জিজ্ঞাসা করল। আমি তাকে ইটালিয়ান ভাষায় আমার সমস্যার কথা জানালাম। সে বলল, 'আমি দশ কিমি সামনে যাব। তুমি ইচ্ছে করলে দশ কিমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে। আমি হতাশ হয়ে ট্যাক্সি পাওয়ার ব্যাপারে সে কোনো সাহায্য করতে পারবে কি না জিজ্ঞাসা করলাম। সে বলল, এটা একটা ছোট শহর। এই সময়ে এরকম বিশ্রী আবহাওয়ায় ট্যাক্সি পাওয়া প্রায় অসম্ভব। এরপর সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল আমার Mobile-এ পয়সা আছে কিনা। আমি হ্যাঁ বলতেই সে বলল, আমি বাসায় একটি ফোন করে জানিয়ে দিচ্ছি যে আমার ফিরতে দু'ঘন্টা দেরি হবে। আমি তো আনন্দে আত্মহারা।

সে গাড়ি ড্রাইভ করছে। দু'জনেই চুপচাপ। মেয়েটির মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ। এমন সময় মেয়েটিই নীরবতা ভঙ্গ করে আমার সম্বন্ধে জানতে চাইল। আমি বললাম, আমি বাংলাদেশী। এখানে নতুন একটি কাজ পেয়েছি। কাল থেকে শুরু করব বলে ভাবছি। সে আমার ফ্যাক্টরির নাম জানতে চাইল। নাম বলার পর সে বলল, পাশেই আরেকটা ফ্যাক্টরিতে সে কাজ করে, ইনফরমেশন টেকনোলজিতে ডিপ্লোমা করছে। নাম Rosana। আমার বাসার প্রায় কাছে একটি বার-এ তাকে কফি খাওয়ার অনুরোধ করলাম। সে রাজি হল। কফি শেষ করে সে বিদায় নেবে। আমি তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে আরো পাঁচ মিনিট বসার অনুরোধ জানালাম। সে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল, আমরা পাশাপাশি কাজ করব। আমাদের আরো দেখা হবে। আমি তাকে সাহায্যের জন্য আবারও ধন্যবাদ জানালাম। সে বলল, ধন্যবাদের প্রয়োজন নেই। একজন মানুষকে সহযোগিতা করা আরেকজন মানুষের মানবিক দায়িত্ব। আমি মুগ্ধভাবে তাকে বিদায় জানালাম আর ভাবলাম, প্রথম বিশ্বের মানুষগুলো সবদিক থেকেই প্রথম। ওদের এই উন্নত মানসিকতা, চমৎকার মানবিক গুণাবলীই আজ তাদের এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। ঐ কাজটা আমার আর করা হয়নি দূরত্বের কারণে। ফলে তার সঙ্গে আমার দেখা হয় না। বহুবার ফোন করতে গিয়েও এক অজানা সংকোচে ফোন করা হয়নি। তিন মাস কেটে গেছে। ২০০২-এর প্রথম দিনে আমার মোবাইলে একটি ম্যাসেজ এল। Wish you a happy new year-- 'Rosana'। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাকে ফোন করলাম। নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে বললাম, এই নববর্ষে আমি তোমাকে বন্ধু হিসাবে পেলে ভীষণ খুশি হব। I want to make friendship with you. সে শুধু বলল, You are welcome.

Kader Siddiqui Apu, Via-C, Cremonino-21/1, 35124-Padova, Italy, E-mail : bruno.dinatale@infinito.it

টো • কি • ও

প্রাপ্তবয়স্ক দিবস

সদ্যপ্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া তরুণীরা

আধুনিকতার চাকচিক্যেও কোনো জাতি তার ঐতিহ্যকে ভুলতে পারে না শুধু সময়ের প্রভাব। এখানে প্রতি বছরই বিভিন্ন রকমের দিবস পালন করা হয়। যেমন ফাদারস্ ডে, মাদারস্ ডে, চাইল্ড ডে প্রভৃতি। এমনিভাবে প্রতি বছর প্রাপ্তবয়স্ক দিবসও পালন করা হয়। এখানে একজন নাগরিক ২০ বছর বয়স হলে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। তখন সে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর মতামতের স্বাধীনতা এবং ভোটাধিকার লাভ করে। এই দিনে প্রাপ্তবয়স্ক যুবক-যুবতীরা জাপানের জাতীয় পোশাক পরিধান করে থাকে। সামুরাই যুগে ১৫ বছর বয়সে প্রাপ্তবয়স্ক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করতো। স্বীকৃতিস্বরূপ পিতার কাছ থেকে তরবারি বা সামুরাই উপহার পেত। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের পূর্ব পাঞ্জাবে শিখদের মধ্যে প্রচলিত ছিল তরবারি উপহার। প্রাপ্তবয়স্ক দিবসটি সরকারি ছুটির দিন থাকে এবং বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

রা, নীলিমা, টোকিও, জাপান